দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 14 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... ১ ...

ঢাবির ১৮০ কোটি টাকার বাজেট

উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণায় বরাদ্দ কম : সিংহভাগ ব্যয় হবে বেতন-ভাতা ও পেনশনে

শাহজাহান ভুঁঞা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের জন্য ১৮০ কোটি টাকার খসড়া বাজেট তৈরী করা হয়েছে। এবারের বাজেটের ১৫৩ কোটি ৮০ লাখ টাকা সরকারী অনুদান থেকে পাওয়া যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৯ কোটি টাকা। অর্থ বাজেটে ঘাটতি দেখানো হচ্ছে কোটি ৭৫ লাখ

পৃঃ ১২ কঃ ৬

ঢাবির ১৮০ কোটি টাকার

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

টাকা। ২৯ জুন সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর ড. মীজানুর রহমান এই বাজেট পেশ করবেন। অধিবেশনে ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটও পেশ করা হবে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পরিচালক মোঃ আশরাফ উদ্দিন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে বাজেট বরাদ্দের খসড়া প্রস্তাবনা পাওয়া গেছে। খসড়া বাজেট ফাইন্যান্স কমিটি হয়ে সিন্ডিকেটে চূড়ান্ত হবে। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের বাজেট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বাজেট। এর আগে মাত্র দু বার ১৭' কোটি টাকার উপরে বাজেট পেশ করা হয়েছিল। ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে বাজেটের পরিমাণ ছিল ১৫২ কোটি টাকা। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) এক পত্রে আগামী অর্থ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট প্রশাসনকে অবহিত করে। ইউজিসির প্রস্তাবিত বাজেটের সিংহভাগ থাকছে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও পেনশন খাতে। বেতন-অতানি খাতে রাখা হচ্ছে ১০৯ কোটি ৭৫ লাখ টাকা এবং পেনশন খাতে থাকছে ২৭ কোটি টাকা। ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে বেতন-অতানি ও পেনশন খাতে ধরা হয়েছিল ১২১ কোটি টাকা। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ হলেও এবারও এই খাতে বাজেটে ন্যূনতম বরাদ্দ রাখা হয়েছে। শিক্ষা সহায়ক অনুষঙ্গিক খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১৫ কোটি ৭০ লাখ টাকা। এছাড়াও সাধারণ অনুষঙ্গিক যেমন-বিভাগ, হল, ইনস্টিটিউটের ব্যয় এবং মেরামত, সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি খাতে বরাদ্দ ১৭ কোটি ৮০ লাখ টাকা। সব মিলিয়ে এবারের ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ১ কোটি ৭৫ লাখ টাকার ঘাটতি রাখা হয়েছে। গত দুই বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কোন ঘাটতি বাজেট করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা সহায়ক ও আনুষঙ্গিক এবং সাধারণ আনুষঙ্গিক খাতে আগের বছরের তুলনায় এবার বরাদ্দ বাড়ছে না। বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে বরাদ্দ বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল তা মোটেও বাড়েনি।

ইউজিসি সূত্র জানায়, সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভ্যন্তরীণ আয় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সরকারী বরাদ্দ এবং অভ্যন্তরীণ আয় মিলিয়ে এর মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখতে ইউজিসির নির্দেশনা রয়েছে। ইউজিসির নির্দেশনার মধ্যে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের মূল বাজেটের বরাদ্দের বাইরে কোন পদে জনবল নিয়োগ করা যাবে না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিশনের পূর্বানুমোদন নিতে হবে। বেতন বাবদ সহায়তা, পেনশন মঞ্জুরী ও অন্যান্য মঞ্জুরী খাতের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ এক খাত থেকে অন্য খাতে স্থানান্তর করা যাবে না। ইউজিসির অনুমোদন ব্যতীত কোনক্রমেই নতুন বিভাগ বা ইনস্টিটিউট খোলা যাবে না। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয়ের সাথে ১ম বর্ষ সম্মান ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রি বাবদ অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় হিসাবে বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট ফাইন্যান্স কমিটি ও সিন্ডিকেট হয়ে ২৯ জুন সিনেট অধিবেশনে পেশ করা হবে।